যুগান্তর

তারিখ ... 05 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১৮... কলাম ...২...

দুমকিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কারের নামে লুটপাট

দুমকি (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলায় ৬১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্কুল লেভেল প্লানিং শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের অর্থ উত্তোলন করে চলছে ভাগভাটোয়ারা। শিক্ষা উপকরণ ক্রয় না করেই টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানায়, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর থেকে প্রতিটি বিদ্যালয় ৪০ হাজার করে ৬১টি বিদ্যালয় ২৪ লাখ ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়। বরাদ্দকৃত টাকা উত্তোলন করে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সভাপতি এবং প্রাথমিক শিক্ষা অফিস মিলে চলছে ভাগভাটোয়ারা। অপরদিকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে শিক্ষা অধিদফতর ১০টি বিদ্যালয় ১০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়। ৩০ জুনের মধ্যে প্রতিটি বিদ্যালয়ের মেরামত করার কথা থাকলেও বিদ্যালয়গুলো কাজ না করেই ভুয়া বিল ভাউচার দিয়ে বরাদ্দকৃত অর্থ তুলে নিয়েছে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক।

সরেজমিনে গিয়ে দুমকির ঝাটরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আঠারগাছিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কার্তিকপাশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাজাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গিয়ে দেখা গেছে, কোনো বিদ্যালয় আংশিক এবং কোনো বিদ্যালয় কোনো সংস্কার কাজ হয়নি। অথচ ওই সব বিদ্যালয় মেরামত কাজ সম্পন্ন দেখিয়ে বিলের টাকার চেক নিয়েছে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক। ঝাটরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. নজরুল ইসলাম বলেন, আমি এই বিদ্যালয়ে যোগদান করার পূর্বে কাজ হয়েছে, এ বিষয় আমার কিছু জানা নাই। অপরদিকে স্কুল লেভেল প্লানিংয়ের ৪০ হাজার টাকার বিষয় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মুরাদিয়া একটি বিদ্যালয়ের সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক জানান, ৪০ হাজার টাকা ছাড় করাতে অফিসের কর্মচারী, টিও, অ্যাকাউন্স অফিস, এলজিইডি অফিস এমনকি উপজেলা চেয়ারম্যান পর্যন্ত টাকা দিতে হয়েছে। বর্তমানে অফিস খরচের পর যে টাকা আছে তা দিয়ে শিক্ষা উপকরণ ক্রয় করা হবে। এ বিষয় উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মনিলাল সিকদার বলেন, ৮টি বিদ্যালয়ের মেরামত সম্পন্ন হয়েছে, বাকি দুটির কাজ চলছে।